বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ই জুন,১৯৯৪
WORLD ENVIRONMENT DAY 5TH JUNE 1994

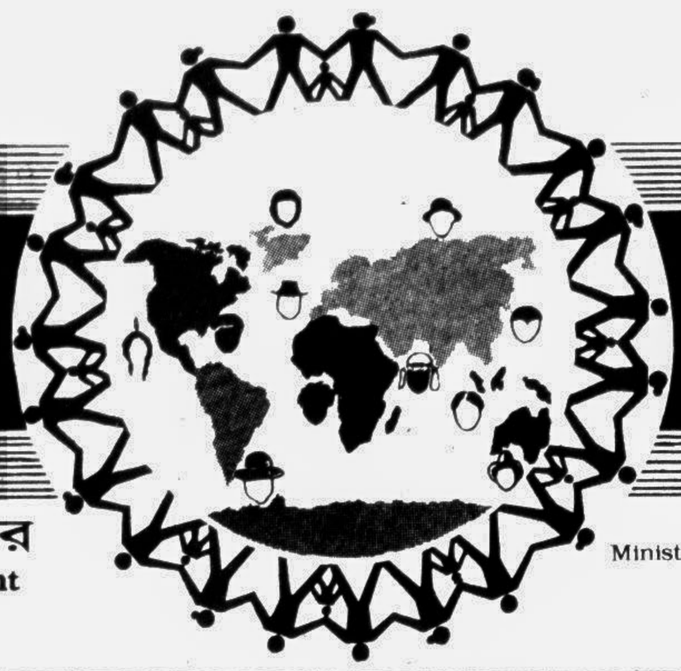

এক পৃথিবী·একই পরিবার
ONE EARTH·ONE FAMILY

পরিবেশ অধিদপ্তর
Department of Environment

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
Ministry of Environment and Forest

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
People's Republic of Bangladesh

The Daily Star — Special Supplement

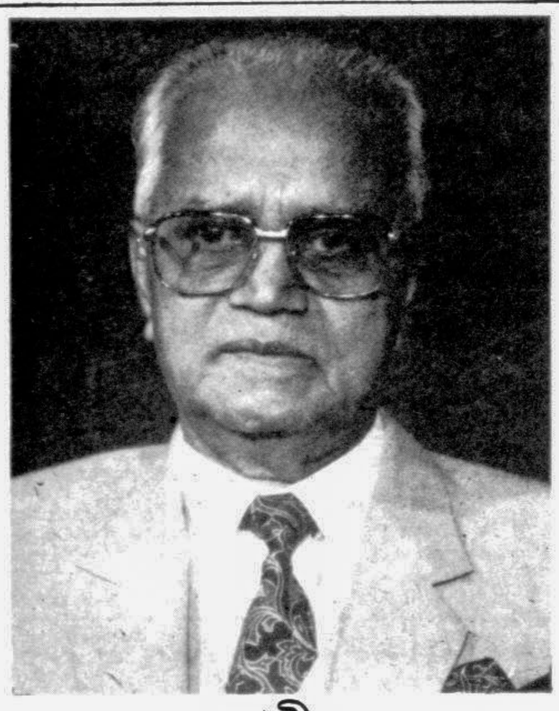

বাণী

আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচীর এবারে প্রতিপাদ্য "এক পৃথিবী–একই পরিবার'' অত্যন্ত সময়োচিত। এই বিশেষ দিন পালনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতির জন্য সুন্দর পরিবেশ ও মননশীল বিশ্ব গড়ে তোলার অংগীকার গ্রহণ করা। বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্যের সঙ্গে সার্বিকভাবে একাত্মতা প্রকাশ করছে।

পরিবেশ দূষণের মূলতঃ কোন ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। একটি সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব বিশ্বের সকল মানুষের। তাই সুস্থ্য পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রয়াস অপরিহার্য। গ্রীনহাউজ প্রভাব, আবহাওয়া পরিবর্তন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ওজনস্তরের অবক্ষয়সহ অন্যান্য কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য প্রতিনিয়ত বিঘ্নিত হচ্ছে। পৃথিবী এখন প্রকৃতির খেয়ালের শিকার। এই প্রেক্ষাপটে সমগ্র পৃথিবীকে একটি 'বিশ্বপল্লী' বা 'বৃহত্তর পরিবার' হিসেবে গণ্য করে পরিবেশ সংরক্ষণের সাহসী সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।

পরিবেশের ক্রমাগত বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমানভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা বিশ্বব্যাপী সুস্থ পরিবেশ রক্ষায় আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছি। আমাদের প্রজন্মকে পরিবেশ উন্নয়নে আরো সচেতনভাবে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন করে বিরাজমান জটিল ও বহুমাত্রিক পরিবেশ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি দলমত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সুন্দর পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রত্যেকের অবদান নিশ্চিত করতে হবে।

আমি 'বিশ্ব পরিবেশ দিবসে'র সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

এক পৃথিবী–একই পরিবার

আবদুল্লাহ্ হারুণ পাশা
সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

জাতিসংঘ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচী প্রতি বছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের একটি প্রতিপাদ্য ঠিক করে দেয়। এবারও দিয়েছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'এক পৃথিবী – একই পরিবার'। এ কথাটি যদি প্রকৃত অর্থে সত্যি হতো, তবে সন্দেহ নেই, কেবল পরিবেশই সংরক্ষিত হতো তা নয়, গোটা বিশ্ব হতো মঙ্গলময়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্যি হলো, বাস্তব একেবারেই ভিন্ন এবং জীবন, প্রকৃতি, অর্থনীতি ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন, পরিবেশ সংরক্ষণেও তেমনি বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈষম্য ও সহযোগিতার অভাব এখনো অত্যন্ত প্রকট।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের নিজস্ব পরিবেশ সমস্যা রয়েছে। বাংলাদেশেরও তেমন সমস্যা আছে যা তার নিজস্ব। কিন্তু পরিবেশ যেহেতু কোন ভৌগলিক সীমারেখা মানেনা, তাই অনেক সমস্যাই আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক। বাংলাদেশ এ ধরনের আঞ্চলিক ও বিশ্ব সমস্যার কারণে উল্লেখযোগ্য হুমকির সম্মুখিন।

আঞ্চলিক সমস্যার মধ্যে স্বভাবতঃই সক্রিয় বদ্বীপ এবং অনেকগুলো নদীর ভাটিতে বাংলাদেশ অবস্থিত বলে যথাসময়ে কাংখিত পরিমাণ পানি প্রাপ্তি খুব বড় রকমের সমস্যা। এ সমস্যা আরো মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে আঞ্চলিক ও অভিন্ন নদীতে প্রতিবেশী দেশ কর্তৃক বাংলাদেশ সীমান্তের বাইরে পানি প্রত্যাহারকারী বাঁধ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কারণে। বাংলাদেশ পানির ক্ষেত্রে তার ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। আর এক তরফা এই পানি প্রত্যাহার বাংলাদেশ সার্বিক পরিবেশের জন্য বড় রকমের হুমকি এবং ভবিষ্যতে তা এ দেশের পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটাবে বলে আশংকারয়েছে।

আজকে বিশ্বব্যাপী যে সকল সমস্যা বিরাজ করছে তার জন্য সিংহভাগ দায়ী উন্নত বিশ্ব। শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তারা নির্বিচারে পরিবেশে যে দূষণ ক্রিয়া ঘটিয়েছে, তার কুফলে ভুগছে আজ সারা পৃথিবীর মানুষ। বিশ্বব্যাপী প্রধান দুই পরিবেশ সমস্যার একটি জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যটি ওজোনস্তরের ক্ষয়। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রায় সবটুকু নেতিবাচক অবদান শিল্পোন্নত দেশগুলোর – অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের নয়। বাংলাদেশের তো নয়ই। কিন্তু যখন এর প্রভাবে ভোগান্তির কথা আসে, তখন তা প্রধানতঃ উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলোর এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠ এক মিটার বেড়ে গেলে বাংলাদেশের বারো থেকে আঠারো শতাংশ এলাকা স্থায়ীভাবে সমুদ্রের পানির নীচে চলে যাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের আরো যে সব প্রাসংগিক পরিবেশগত বিপদ রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ঘন ঘন ও বর্ধিত মাত্রার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৃষ্টিপাত ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি। অথচ জনপ্রতি প্রতি বছর বাংলাদেশের কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাস (যে গ্যাস জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে দায়ী) নির্গমনের হার ১০০ থেকে ১৫০ কিলোগ্রাম, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫ টন এবং পশ্চিম ইউরোপে আড়াই টনের মতো। তেমনিভাবে ওজোনস্তর ক্ষয়েও বাংলাদেশের কোন অবদান নেই; কেননা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী পদার্থের বাংলাদেশে জনপ্রতি প্রতিবছর ব্যবহার ২ গ্রামেরও নীচে, যেখানে পাশ্চাত্যের কোন কোন জনপ্রতি ব্যবহারের গড় ৩ কেজির মতো। অথচ ওজোনস্তর ক্ষয়ের কারণ জনিত ফসলহানি ক্যান্সার বৃদ্ধি ইত্যাদিতে বাংলাদেশীরা অন্যান্যদের চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। একজন বাংলাদেশীর তুলনায় একজন পাশ্চাত্যের নাগরিকের জন হিসেবে প্রতিবছর প্রায় ২০ থেকে ৪০ গুণ বেশী কার্বন–ডাই–অক্সাইড নির্গমন হয়, ওজন ক্ষয়কারী পদার্থ ব্যবহৃত হয় ১০০০ থেকে ১৫০০ গুণ বেশী।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এই বাস্তব চিত্রের পরও উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সমস্যার জন্য উল্লেখযোগ্য মাত্রায় দায়ী করে চলেছে, অস্তিত্ব রক্ষায় বিপন্ন মানুষের ধানক্ষেত থেকে নির্গত মিথেনকে বিলাস বহুল গাড়ীর কার্বন–ডাই–অক্সাইড নির্গমনের সাথে এক করে দেখার প্রয়াস অব্যাহত রাখা হচ্ছে। দারিদ্রকে পরিবেশের এক নম্বর শত্রু বলা হচ্ছে, অথচ দারিদ্র বিমোচনে কার্যকরী আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেই। উন্নত বিশ্বে যে সব দূষণকারী শিল্প তাদের কঠোর মানমাত্রা অনুসরণে হিমশিম খাচ্ছে, তখন তাদের ঠেলে দেয়া হচ্ছে অনুন্নত দেশগুলোতে প্রযুক্তি হস্তান্তর আর কারিগরী সহায়তার নামে। একইভাবে বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক বর্জ্য ছলে বলে কৌশলে ঢালার প্রয়াস হচ্ছে দরিদ্র সব দেশের মাটিতে, পানিতে, সমুদ্রে। আর্থিক সহযোগিতার সাথে এমন সব শর্ত টেকসই উন্নয়নের নামে জুড়ে দেয়া হচ্ছে যা সহায়তা গ্রহণকারী উন্নয়নশীল দেশ অনেক সময়ই পূরণ করতে পারে না।' ফলে দারিদ্র দূরীকরণসহ অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ সকল কর্মকান্ড 'এক পৃথিবী –একই পরিবার' বোধের পরিচয় বহন করে কি?

বাংলদেশের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের মধ্যে এক সাথে সুখে দুঃখে বার্স করার, বেড়ে উঠার, পরস্পরকে সাহায্য করার, পরস্পরের সুখ দুঃখ ভাগ করে নেবার যুগ যুগান্তরের অভ্যাস প্রোথিত আছে। এ দেশের মানুষ যেমন জাতীয় অনুভূতি সম্পন্ন ও জাতীয়তাবাদী তেমনি সত্যিকারার্থে আন্তর্জাতিক নাগরিকের সব গুণও এদের মধ্যে রয়েছে। এ দেশ বিশ্ব পরিবেশ অবনয়নে অবদান রাখেনি, অথচ এর কারণে অন্যতম প্রধান শিকার হবার আশংকাতেও অবিচল দাঁড়িয়ে থেকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের অংশ গ্রহণে প্রস্তুত হচ্ছে জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় কর্মপরিকল্পনা, যা পরিবেশ ব্যবস্থাপনার একটি অনন্য ঘটনা। জাতীয় পরিবেশ নীতি ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। খুব শীঘ্রই সময়োপযোগী সংশোধিত 'পরিবেশ আইন' জারী হতে যাচ্ছে।

এর সবই 'এক পৃথিবী–একই পরিবার' মূলভাবের প্রতি যথাযথ অংগীকার। এ অংগীকার প্রতিটি মানুষের মধ্যে আরো দৃঢ় এবং আরো কার্যকরী হোক এ প্রত্যাশা যেমন আমাদের সকলের, তেমনি আজকের এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমাদের সবাইকে এই অংগীকার বাস্তবায়নে নিতে হবে শপথ। কেবল সবার আন্তরিক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই গোটা পৃথিবী হতে পারে একই পরিবারেরমত।

বাংলাদেশের পরিবেশ ও পরিবেশ অধিদপ্তর

সৈয়দ এ, এন, এম ওয়াহেদ
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

বাংলাদেশের পরিবেশ ঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বড় বদ্বীপ এবং এখনও সক্রিয় এবং তা ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। এখানে এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকায় প্রায় ১২ কোটি মানুষের বসবাস–যা কিলোমিটার প্রতি ঘনত্বে পৃথিবীর সর্বোচ্চ (নগর রাষ্ট্রগুলো বাদে)। দেশটিকে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে তা আরো সীমিত হয়ে এসেছে।

ভৌগোলিক অবস্থান, বনজ সম্পদের পরিমাণ, মাটির প্রকৃতি, আবহাওয়া ও জলবায়ু, আর্থসামাজিক অবস্থা, জনসংখ্যা, শিক্ষার হার, শিল্পায়ন ও সামগ্রিক উন্নয়নের মাত্রা ইত্যাদির উপর একটি দেশ বা অঞ্চলের পরিবেশগত অবস্থা ও সমস্যা নির্ভর করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিবেশ সমস্যার নিজস্বতা আছে এবং এর রয়েছে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বা বিশ্ব ধরন। বাংলাদেশের স্থানীয় পরিবেশ সমস্যাগুলোর প্রধান কারণ–বিপুল জনসংখ্যা, সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ, দারিদ্র, নাজুক ভৌগোলিক অবস্থান, অশিক্ষা, জ্বালানীর অভাব, অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন, পরিবেশ অসম্মত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। আঞ্চলিক পরিবেশ সমস্যার সবচেয়ে বড় কারণ অভিন্ন নদীর উপর প্রতিবেশী দেশের অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে একতরফা পানি প্রত্যাহার। বিশ্ব সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় হুমকি বাংলাদেশের জন্য গ্রীনহাউজ প্রভাব ও জলবায়ু পরিবর্তন।

এ সব সমস্যার কারণে বাংলাদেশের পরিবেশে ক্রমবর্ধমান হারে যে সব বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে এবং আরো দেবে বলে আশংকা করা হচ্ছে তা হল–ঘন ঘন ঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদি, বনজ সম্পদ হ্রাস, জীব বৈচিত্র হ্রাসতি, ক্রমবর্ধমান পানি, বায়ু ও মাটি দূষণ, মাটির উর্বরতা হ্রাস, ভূমি ধ্বস, পানির প্রাপ্যতা হ্রাস, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ভূমি ব্যবহারে নেতিবাচক পরিবর্তন, আবহাওয়া পরিবর্তন, স্বাস্থ্য হানি, সামাজিক অস্থিরতাইত্যাদি।

পরিবেশ অধিদপ্তর ঃ

পরিবেশ অধিদপ্তর একটি ছোট এবং অপেক্ষাকৃত নতুন সরকারী দপ্তর। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে 'পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ' জারীর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তরের অধীনে 'পানি দূষণ প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয় এবং প্রথম দেশে এর মাধ্যমে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৭ সালে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে 'পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ' জারী করা হয় এবং উক্ত অধ্যাদেশের আওতায় আলাদাভাবে একটি 'পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল' গঠন করা হয়। এ সেলটিই একজন পরিচালকের অধীনে পরিচালিত হতো এবং লোকবল ছিল মোট ২৬ জন। মূলতঃ দূষণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এই সেলের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে ১৯৮২ সনে তা সদর দপ্তরসহ ৪টি বিভাগীয় দপ্তর স্থাপন এর মাধ্যমে ৭০ জন লোকবল বিশিষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই ৭০ জন লোকবলের মধ্যে ২৬ জন সদর দপ্তরে এবং মাত্র ১১ জন করে প্রতিটি বিভাগীয় দপ্তরে পদায়ন করা হয়। ১৯৮৯ সনে 'পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়' নামে আলাদা মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হলে 'পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর' এর নামকরণ পরিবর্তন করে 'পরিবেশ অধিদপ্তর' করা হয় এবং এর কর্মপরিধিও বিস্তৃততর করা হয়। বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা দপ্তরটির কার্যপরিধির আওতায়পড়ে।

সুষ্ঠুভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে জনবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সনে সরকার দপ্তরটির জন্য নতুন ৯৮টি পদ সৃজন করেন। নিয়োগবিধির অভাবে এর অধিকাংশ পদে কর্মকর্তা–কর্মচারী নিয়োগ এখনও সম্ভব হয়নি। ফলে অধিদপ্তর এখনো পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকজন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়ে কাজ করছে। এ ছাড়া অধিদপ্তর গবেষণাগার ও অন্যান্য আনুষাংগিক সুবিধা সামর্থ্যেও যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। অতি সম্প্রতি নিয়োগবিধি অনুমোদিত হয়েছে এবং জনবল বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর তার সীমিত জনবল, বাজেট, গবেষণাগার এবং অন্যান্য আনুষাংগিক সুবিধাদির সীমাবদ্ধতা সত্বেও পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপে ইতিমধ্যে বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে যার মধ্যে অন্যতম হলো ঃ

–অধিদপ্তর অতি প্রয়োজনীয় 'জাতীয় পরিবেশ মানমাত্রা' (ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল কোয়ালিটি স্ট্যাণ্ডার্ডস) এর খসড়া প্রণয়ন করেছে এবং তা সরকার গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

–অধিদপ্তর দেশের প্রায় সকল দূষণকারী শিল্প কারখানাকে চিহ্নিত করে তাদের দূষণের ধরন এবং প্রকৃতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু শিল্প কারখানাকে দূষণরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে।

–অধিদপ্তর দেশের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় 'পরিবেশগত শিল্প নির্দেশিকা'র খসড়া প্রণয়ন করেছে।

–অধিদপ্তরের সমীক্ষা ও সুপারিশের ভিত্তিতে ঢাকা শহরের হাজারীবাগস্থ ট্যানারীসমূহকে শহরের বাইরে স্থানান্তরের লক্ষ্যে সরকার সক্রিয় বিচার বিবেচনা করছেন। স্থানান্তরের জন্য ইতিমধ্যে সাভারে স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বিসিক এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

–অধিদপ্তর দেশের প্রধান নদ–নদীর পানি নিয়মিত পরীক্ষা করে একটি ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। অধিদপ্তর সম্প্রতি ৪টি বিভাগীয় শহরে নিয়মিত বায়ু দূষণ মনিটরিংও শুরু করেছে।

–অধিদপ্তর সরকারের উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগের সহায়তায় দেশে কীট নাশকের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের সমীক্ষা ও সুপারিশের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে বেশ কিছু ক্ষতিকর/বিষাক্ত কীটনাশকের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে এবং আরো কিছু বিশেষ ক্ষতিকর কীটনাশক বাতিলের বিষয় বিবেচনাধীনরয়েছে।

–অধিদপ্তরের সুপারিশে ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানোর উপর এবং বিদেশ থেকে বর্জ্য আমদানীর উপর সরকার পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

–অধিদপ্তর ইতিমধ্যেই ওজোন মান্টিলেটারেল ফান্ডের আওতায় 'বাংলাদেশে ওজোনস্তর ধ্বংসকারী দ্রব্যাদির' উপর একটি প্রাথমিক পর্যায়ের সমীক্ষা সম্পাদন করেছে। চূড়ান্ত সমীক্ষাও বর্তমানে সমাপ্তির পথে। 'আবহাওয়া পরিবর্তনের' উপর প্রাথমিক সমীক্ষাও ইতিমধ্যে সম্পাদন করা হয়েছে। অতি শীঘ্র ইউ, এস সরকারের সহায়তায় 'আবহাওয়া পরিবর্তন' এবং বাংলাদেশে এর প্রভাবের উপর একটি বিস্তারিত সমীক্ষা শুরু করতে যাচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ বিভাগীয় দপ্তরগুলো এখনো ভাড়া বাড়ীতে কাজ করছে। প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ের সাথে একটি গবেষণাগার রয়েছে। অপর্যাপ্ত লোকবল এবং গবেষণাগারের বিভিন্ন অসুবিধা সত্বেও পরিবেশ অধিদপ্তর ইতিমধ্যে তার কর্মকাণ্ডের পরিধি বিস্তৃত করেছে, যা অদূর ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকতা লাভ করবে। অধিদপ্তর বর্তমানে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ঃ

–শিল্প কারখানা জরিপ, দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্বুদ্ধ/বাধ্য করা।

–পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা তদন্ত করে নিষ্পত্তি করা।

See Page 2

বাণী

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে–"এক পৃথিবী, একই পরিবার''। প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং এটি স্পষ্টতঃই বিশ্ববাসীর একটি অভিন্ন সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করছে।

বর্তমান সভ্যতা যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তা মোকাবেলা করতে মানব জাতিকে বৃহত্তর ঐক্যে সামিল হতে হবে, খুঁজে নিতে হবে একটি নিরাপদ পৃথিবী, যেখানে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থাকবে না। কিন্তু পৃথিবীর সিংহ ভাগ মানুষকে দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে দারিদ্র্য বিমোচন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বরাবরই বলে এসেছি। প্রকৃতপক্ষে, মানব জাতিকে এখন এগিয়ে আসতে হবে পৃথিবীকে দূষণমুক্ত রাখতে এবং লক্ষ্য কোটি মানুষকে দারিদ্র্যের অভিশাপ হতে মুক্ত করতে। গ্রীণ হাউজ প্রভাব, ওজন স্তরের ক্ষয়, নানাবিধ কারণে পরিবেশ দূষণ এবং দারিদ্র্য ইত্যাদি মোকাবেলার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। তাই একটিই মাত্র পৃথিবীকে বাসোপযোগী করার সম্মিলিত প্রয়াস নিতে হবেবিশ্ববাসীকে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে সংকল্পবদ্ধ। আমরা যথোপযুক্ত আইন ও নীতির মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় সচেষ্ট। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে আপামর জনসাধারণকে এগিয়ে আসতেহবে।

দেশবাসীর প্রতি আমার আবেদন, অধিক সংখ্যায় বৃক্ষরোপন করুন এবং বৃক্ষের পরিচর্যা করুন।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খালেদা জিয়া
প্রধান মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

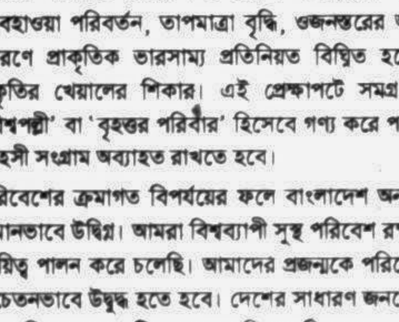

বাণী

"এক পৃথিবী, একই পরিবার''–সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এ প্রতিপাদ্য বিষয় অসীম গুরুত্ববহ। সারা বিশ্বে পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে এই প্রতিপাদ্য বিষয় বিশ্ববাসীকে একই সমান্তরালে ভাববার অবকাশ এনে দিয়েছে।

বিশ্বজুড়ে পরিবেশ অবক্ষয়ের যে দুষ্টচক্র সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ প্রয়োজন। এ আলোকে এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুতঃ পরিবেশের অবনতি এখন শুধু আঞ্চলিকভাবেই উদ্বেগের কারণ নয় বরং সমগ্র পৃথিবী এই দুর্যোগের সম্মুখীন। মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে আবহাওয়া পরিবর্তন, গ্রীণ হাউস প্রভাব, ওজোনস্তরের ক্ষয় ইত্যাদি সমস্যায় জড়িয়ে আজকে সমগ্র বিশ্ব ভূলের মাশুল দিচ্ছে। আর এ ভূলের মোকাবিলায় পৃথিবীর সকল মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে সম্মিলিতভাবে। সে অর্থেই গোটা পৃথিবী আজ মানবজাতির জন্য বৃহত্তম পরিবার বিশেষ।

এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য অতীব তাৎপর্যপূর্ণ এবং এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের স্বার্থে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সদা সচেষ্ট। সরকার "পরিবেশ নীতি ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম'' অনুমোদনের মাধ্যমে উন্নয়নের সাথে পরিবেশকে সম্পৃক্ত করে টেকসই উন্নয়নের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সকল আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে সরকার সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। আমি আশা করি "এক পৃথিবী, একই পরিবার'' এই আহবান উন্নত ও ধনী দেশগুলোকে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের টেকসই উন্নয়নে সহযোগিতা দানে প্রেরণাযোগাবে।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রণীত কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আকবর হোসেন
মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছর ৫ই জুন বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী এ বছর প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে "এক পৃথিবী, একই পরিবার''নির্ধারণকরেছে।

এই প্রতিপাদ্য বিষয় সারা বিশ্বের মানুষের একটি অভিন্ন সমস্যার ইংগিত করছে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয়ের এ ক্রান্তিলগ্নে নির্ধারিত মূলভাবটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এই মূলভাবের সঙ্গে গভীর একাত্মতা প্রকাশ করছি।

বিশ্বজুড়ে চলছে পরিবেশ–প্রতিবেশ ধ্বংসলীলা গ্রীনহাউস প্রভাব, ওজোনস্তরের ক্ষয়, আবহাওয়া পরিবর্তন ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ও অভিন্ন সমস্যা ছাড়াও রয়েছে আঞ্চলিক সমস্যা। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উভয় সমস্যার ক্ষেত্রেই এখন বিশ্বজুড়ে বৃহত্তর ঐক্যমত্য সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানবজাতির অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ এই ভয়াবহ বিপর্যয় মোকাবেলায় সমগ্র মানবজাতিকে এগিয়ে আসতে হবে একই পরিবারের সদস্যহিসেবে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ রোধে সংকল্পবদ্ধ। "জাতীয় পরিবেশ নীতি ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম'' সমূহের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে সরকার সচেষ্ট। পরিবেশ আইন বর্তমানে সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। সরকার আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে পরিবেশ সংরক্ষণে বরাবরই বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

আমরা মনে করি, সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন, বিশেষতঃ যুব ও নারী সমাজকে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয়ে সরকারের টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচীকে বেগবান করতে হবে।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আবদুল্লাহ্ হারুণ পাশা
সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার